যুগান্তর

28 MAY 2008

শিক্ষা প্রশাসনে প্রয়োজনীয় সংস্কার হয়নি

মুসতাক আহমদ

দেশের শিক্ষা প্রশাসনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখনও সংস্কারের ছোঁয়া লাগেনি। প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখনও বহাল-তবিয়তে রয়েছেন সাবেক সরকার আমলের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন অধিদফতর, বোর্ড, ভবন, বিশ্ববিদ্যালয়ে জোট সরকারের আমলে নিয়োগকৃতরা দাপটের সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছেন কার্যক্রম। আর একের পর এক বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন দলীয় এজেন্ডা। সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তাদের বেশিরভাগই একটি বিশেষ দলের সমর্থক। যে কারণে গত এক বছরে নেয়া বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম ওই দলটির পক্ষেই গেছে। নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও জোট আমলের কর্মকর্তাদের বহাল রাখার ঘটনায় অনেকেই হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে একটি প্রতিষ্ঠানে সংস্কার হয়েছে, তাতে যারা নিয়োগ লাভ করেছেন তাদের কর্মকাণ্ড নিয়ে নানা প্রশ্ন আর অস্বচ্ছতার অভিযোগ উঠেছে।

বর্তমান সরকারের আমলে সংস্কারের উল্লেখ করার মতো উদাহরণ হচ্ছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) ও শিক্ষাভবনে কিছু সংস্কার হয়েছে। গত কয়েকদিনে মাউশিতে আগত শিক্ষক-কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপে জানা যায়, আগের চেয়ে হয়রানি কমেছে। দুর্নীতিও কমেছে। বিশেষ করে গত সপ্তাহে একজন দালালকে আটক করে পুলিশে দেয়ার পর আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে সর্বত্র। মাউশি থেকে চিহ্নিত কর্মচারীদের অন্যত্র বদলি এবং নতুন করে অর্ধশত কর্মকর্তাকে বাইরে থেকে এনে নিয়োগের পর সংস্কার : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৬

সংস্কার : হয়নি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

এ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। মাউশি চেয়ারম্যান ড. কেএম আওরঙ্গজেব বলেন, মাউশিতে এখন ৮০ ভাগ দুর্নীতি-অনিয়ম কমেছে। চেষ্টা চলছে শতভাগ কমানোর।

সংস্কারের হাত পড়েছে এমন আরেকটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে উচ্চশিক্ষার অ্যাপেক্স বডি খ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা ইউজিসি। তবে এ প্রতিষ্ঠানটিতে গত জোট সরকারের আমলেও দুর্নীতি-অনিয়মের খবর মেলেনি। সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে ইউজিসি উচ্চশিক্ষায় একটি মাইলফলক সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। উচ্চশিক্ষাকে যুগোপযোগী এবং মানুষের কল্যাণে বাস্তবধর্মী করে তোলা ও উচ্চশিক্ষা নিয়ে বিএনপি-জামায়াত জোটের মন্ত্রী, এমপি, আমলাসহ প্রভাবশালীরা যে বাণিজ্যে নেমেছিল, তা তিনি অনেকটাই রুখতে সক্ষম হয়েছিলেন। গত বছরের এপ্রিল মাসে সাবেক চেয়ারম্যানের বিদায়ের পর নতুন চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেয়া হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও নগরবিদ অধ্যাপক নজরুল ইসলামকে। তিনি আসার পর সরকার জোট আমলে নিযুক্ত চার সদস্যকে সরিয়ে দেন। কিন্তু এরপর থেকেই ইউজিসির কার্যক্রমে ভাটা পড়ে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অভিন্ন আইন, অভিন্ন নিয়োগ নীতিমালা, অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল সবকিছুর কার্যক্রমই বর্তমানে ফাইলবন্দি রয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তিনি নিয়োগলাভের কিছুদিন পরই বিভাগীয় প্রার্থী হিসেবে নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদোন্নয়নপ্রাপ্ত ৬৬ কর্মকর্তাকে একটি করে অনর্ভিত বেতন বাড়ানো হয়। সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, বিষয়টি অবৈধ হয়েছে। কেন না, একই ব্যক্তি একসঙ্গে দুটি সুবিধা পেতে পারেন না। বিষয়টি সরকারি আর্থিক বিধিমালার লঙ্ঘন। এ ব্যাপারে ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, বিভিন্ন কারণে এ ধরনের সুবিধা দেয়া হয়েছে। যেহেতু ৬৬ জন কর্মকর্তাকে দেয়া হয়েছে, সেহেতু নিশ্চয়ই আইন-বিধিমালা দেখে বুঝে-শুনে দেয়া হয়েছে। তারপরও বর্তমানে তিনজন সদস্যের নেতৃত্বে সবকিছু রিভিউ (পর্যালোচনা) হচ্ছে। কোন অনিয়ম-অন্যায় হয়ে থাকলে তাও পর্যালোচনার সুযোগ রয়েছে।

ইউজিসিতে গত পাঁচ বছরে যেখানে মিডিয়াকর্মীদের খবর সংগ্রহে ছিল অবাধ যাতায়াত, গত ৮-৯ মাসে তা অনেকটা রুদ্ধ হয়েছে। এমন একটা বলয় তৈরি করা হয়েছে যে, সাংবাদিকরা কোন তথ্য পান না।

বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডে নিয়োগকৃত চেয়ারম্যানদের বেশিরভাগই নিয়োগ পেয়েছিলেন দলীয় বিবেচনায়। কারও কারও বিরুদ্ধে দুর্নীতি-অনিয়মের এত অভিযোগ যে, বোর্ডসভা ডাকলেই তাতে হৈচৈয়ের ঘটনা ঘটান।